পর্যেষণা

সম্পাদনা

অমৃতা ঘোষ

পর্যেষণা

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাধর্মী
প্রবন্ধসংকলন

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা
অমৃতা ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র;
কলকাতা: ২০১৯

Paryeṣaṇā

A Collection of Peer Reviewed Research Articles on Sanskrit Language and Literature

Vol. I

Edited by
Dr. Amrita Ghosh

ISBN 978-93-88207-40-9 (Paperback)
978-93-88207-41-6 (E-Book)

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব © পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৯

প্রকাশকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই সংকলনে প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ সমূহ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পুনঃপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পুনর্ব্যবহার, পুনর্নির্মাণ তথা পুনঃউৎপাদন করা যাবে না অথবা পুনঃউৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিন অথবা অন্য কোনও উপায়ে সংরক্ষণ করা যাবে না। সংকলনে প্রকাশিত যাবতীয় প্রবন্ধ-এ উপস্থাপিত তথ্য, ব্যক্ত মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ভাষা, ইঙ্গিত, দৃষ্টিকোণ, অভিব্যক্তি প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায় ও দায়িত্ব একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট লেখকের বা লেখকদের। এগুলির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী, উপদেষ্টামণ্ডলী, মূল্যায়নকারীগণ অথবা প্রকাশক সংস্থা কোনও ভাবেই দায়ী থাকবে না।

প্রকাশক
মলয় দাস,
সভাপতি,
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র;
মধ্যকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা ৭০০ ১৪৪
<anchalikitihas@gmail.com>

মুদ্রণ
এস.পি. কমিউনিকেশন প্রা. লি.;
৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মূল্য
₹ ২০০/-

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে যোগতত্ত্ব ৭৯
সুকন্যা সরকার
বৈদিক যজ্ঞ : পরিবেশচেতনা প্রসঙ্গে ৮৫
সুচন্দ্রা মুখার্জী
বৈদিক ধর্ম থেকে গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষসূচক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ ৯৫
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রে নারীর স্থান : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা ১০৪
স্বাগত বিশ্বাস
লেখক পরিচিতি ১১২

বৈদিক ধর্ম থেকে গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষসূচক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় যে প্রশ্নগুলি ও বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলির মূল নিহিত আছে মানুষের জীবনেই। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অথবা জীবনকে অস্বীকার করে ভারতীয় পণ্ডিতরা কখনই দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হননি। ভারতীয় চিন্তাধারার আদি উৎস বেদ, উপনিষদ্ ও *শ্রীমদ্ভগবদগীতায়* এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। বেদে উপবিষ্ট ধর্ম দ্বিবিধ-প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম। বিষয়াসক্ত সংসারীদের জন্য বেদের কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট যাগাদি ধর্মই প্রবৃত্তিধর্ম।আর সন্মার্গগামী মুমুক্ষদের জন্য বেদের জ্ঞান কাণ্ডে উপদিষ্ট শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম নিবৃত্তিধর্ম। প্রবৃত্তিধর্মের অনুষ্ঠানে লৌকিক ও পারলৌকিকবিষয়জনিত যে সুখ হয় সেটি অনিত্য। কিন্তু নিবৃত্তিধর্মের অনুসরণে নিঃশ্রেয়স রূপ যে সুখ হয় তা নিত্য ও নিরতিশয়। তাই সেটি পরম পুরুষার্থ।

সূচকশব্দ: বৈদিক কর্ম, পুরুষার্থ, মুক্তি ও অতিমুক্তি, জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয়।

মরণের পর শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ও নিজ নিজ ব্যাপারে সামর্থ্য শূন্য হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পরলোকগামী জীব কাকে আশ্রয় করে থাকে এরূপ আশঙ্কা বৈদিক ঋষিগণের মনে স্বত সঞ্জাত হয়েছিল।– 'ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি'[১]

যেখানে যদৃচ্ছা, কাল, দৈব, বিজ্ঞান, শূন্য প্রভৃতি বৈমত্যসঙ্কুল মতবাদগুলিকে নিরসন করে বৃহদারণ্যক শ্রুতি আত্মার পরলোক গমনে ও ইহলোক আগমনে কর্মকেই কারণরূপে স্বীকার করেছেন-

তৌ হ উৎক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌহ যদ্ উচতুঃ কর্মহৈব উচতুরয়ং যৎ প্রশশংসতুঃ।[২]

উপনিষদ কর্মের প্রশংসাপূর্বক গূঢ়কর্মতত্বকে উপস্থাপন করেছেন। পুণ্যকর্মদ্বারা জীব পুণ্যাত্মা হয় এবং পাপকর্মের দ্বারা পাপী হয়– 'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।'[৩] সুতরাং সুকৃত ও দুষ্কৃত জন্য ধর্ম ও অধর্মই সংসার বন্ধনের কারণ হয়।

শরীর ও মানস ব্যাপার থেকে উৎপন্ন সকল কর্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার- শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁরা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞানালোচনায় রত থাকেন তাঁদের কর্ম